একে বিচার করতে হবে।

যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় পূর্ণ বিকশিত সামন্ততন্ত্রে বহিরাগত শক্তির কোনো কার্যকারীতা থাকেনা, তাহলে বলতে বাধা নেই, যখন সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ঘটেছিল তখন বহিরাগত শক্তির কার্যকারীতা সামন্ততন্ত্রের ওপর শুরু হয়েছিল। মরিস ডব একসময় বলেছিলেন, সামন্ততন্ত্রের বিকাশ বা অবক্ষয় আভ্যন্তরীন ও বহিরাগত শক্তির যৌথ কার্যকারীতার ফল, অথচ ডব সামন্ততন্ত্রের পতনের ক্ষেত্রে বানিজ্যের বিকাশকে এড়িয়ে গিয়ে এই Interaction প্রক্রিয়াকেই এড়িয়ে গেছেন। ডব এবং তাকাহাসি শ্রমিকদের মজুরী হিসাবে মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির বিকাশের ভূমিকাকে এক্ষেত্রে বেশী গুরুত্বদিতে গিয়ে সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসের মূল কার্যনির্বাহী শক্তির ভূমিকাকেই অস্বীকার করেছেন। সার্বিক বিশ্লেষনের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় এবং ধনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের আভ্যন্তরীন শক্তির কার্যকারীতা ও দ্বন্দ্বের চেয়ে বহিরাগত শক্তির অভিঘাত অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল ॥

shot on moto g8 plus
Prasenjit's photography